ফিলিস্তীন

ও সমসাময়িক মুসলিম বিশ্ব

আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক

ফাযেল, দারুল উলূম দেওবান্দ, ভারত; বি. এ (অনার্স), মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব; এমএসসি, ইসলামিক ব্যাংকিং অ্যান্ড ফাইন্যান্স, ইউনিভার্সিটি অফ ডান্ডি, যুক্তরাজ্য।

তুবা পাবলিকেশন
TUBA PUBLICATION

প্রকাশনা

তূবা পাবলিকেশন

নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী, মোবাইল নাম্বার: ০১৩০১-৩৯৬৮৩৬

পরিবেশনা

মাকতাবাতুস সালাফ

প্রকাশকাল

রবিউল আখের ১৪৪৫ হিজরী

নভেম্বর ২০২৩ ঈসায়ী

প্রচ্ছদ

আবুল ফাতাহ মুন্না

মুদ্রণ

আল-ইতিছাম প্রিন্টিং প্রেস

ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী। মোবাইল: ০১৪০৭-০২১৮৫১

নির্ধারিত মূল্য : ১৭০ টাকা মাত্র।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

ISBN Number:

ভূমিকা

প্রশংসা মহান আল্লাহ তাআলার এবং শান্তি অবতীর্ণ হোক রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর প্রতি। একাডেমিক পড়াশোনার বাইরে ছোটবেলা থেকেই আমার সবচেয়ে বেশি আগ্রহের জায়গা ইতিহাস ও সমসাময়িক বিষয়ে পড়া ও লেখা। এই আগ্রহ থেকেই বহু লেখনী বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ইস্যুতে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। ২০০৯ সালে পিলখানা ট্র্যাজেডির মাত্র দুই-একদিনের মধ্যেই আমার একটি লেখা প্রকাশিত হয়, যা তৎকালীন পাঠক সমাজে ব্যাপক সাড়া ফেলেছিল। তারই ধারাবাহিকতায় পরবর্তীতে পাকিস্তান, মিশর, বাংলাদেশ, সিরিয়া ও ভারতসহ বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ইস্যুতে আমি নিয়মিত লিখেছি। ফালিল্লাহিল হামদ!

যার সর্বশেষ লেখনী ছিল জেরুযালেম ও ফিলিস্তীন কেন্দ্রিক, যা মূলত আমার তিন পর্বের একটি বক্তব্যের লেখ্যরূপ। লেখাটির ব্যাপক চাহিদার কারণে সাধারণ ছাত্র-জনতা লেখাটি বই হিসেবে প্রকাশের দাবি জানিয়ে আসছিলেন। তারও নিকট অতীতে আফগানিস্তানে তালেবানের বিজয় এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বিষয়ে আমার বক্তব্য ও তার লেখ্যরূপ জনমনে ব্যাপক সাড়া ফেলতে সক্ষম হয়েছিল। সেগুলোও প্রকাশ করার ব্যাপক চাহিদা ছিল। পাশাপাশি ছাত্র-জনতার বিজয়ে পিলখানা কেন্দ্রিক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ব্যাপক আলোচনায় পিলখানা লেখাটির প্রাসঙ্গিকতাও চলে আসে। সবকিছু মিলিয়ে মাসিক আল-ইতিছাম গবেষণা পর্ষদের পরামর্শক্রমে আমার অতীতে প্রকাশিত সকল সমসাময়িক লেখনীকে একত্রিত করে এই বইটি প্রকাশের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

উক্ত বইটি যেমন আমার অতীতের স্মৃতিচারণ, তেমনি কিশোর ও তরুণ বয়সে বিভিন্ন আবেগ ও অনুভূতির সংমিশ্রণ। বয়সে অপরিপক্কতার কারণে অথবা তথ্যগত বিভ্রাটের কারণে বিশ্লেষণে কোনো ভুল মনে হলে অবশ্যই ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এবং আমাদেরকে সরাসরি জানানোর চেষ্টা করবেন। আমরা সকল সংশোধনযোগ্য ভুল সংশোধন করে নিব, ইনশা-আল্লাহ।

আমরা বিশ্বাস করি বইটি অধ্যয়নে আপনি যেমন সমসাময়িক মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন ইস্যুতে চিন্তার খোরাক পাবেন, তেমনি ভবিষ্যতেও কোনো ইস্যু তৈরি হলে সেগুলো বিশ্লেষণ করাও শিখতে পারবেন। পাশাপাশি কিশোর ও তরুণেরা অল্প বয়সে লেখালেখির অনুপ্রেরণাও পাবে, ইনশা-আল্লাহ।

আমরা দু‘আ করি মহান আল্লাহ যেন এই বইটিকে আমার ও তরুণ প্রজন্মের মাঝে চিন্তার মেলবন্ধন তৈরির ওসীলা হিসেবে কবুল করেন! আমরা যেন আরো চিন্তা করতে পারি, আরো শিখতে পারি এবং দেশ ও জাতির কল্যাণে নিজেদের লেখনীকে কাজে লাগাতে পারি- আমীন! ইয়া রাব্ব!

- আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক

সূচীপত্র

জেরুযালেম ও বায়তুল মুক্বাদ্দাস: ইতিহাস থেকে আমাদের শিক্ষা	**১৫-৯৬**
পৃথিবীর প্রথম ও দ্বিতীয় মসজিদ	১৬
জেরুযালেম ইবরাহীম আলাইহিস সালাম -এর দারুল হিজরা ও লূত আলাইহিস সালাম -এর আশ্রয়স্থল	১৭
জেরুযালেম ও মক্কার মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনকারী ইবরাহীম	১৮
ইসহাক্ব ও ইয়াকূব আলাইহিমাস সালাম -এর কবর জেরুযালেমের হেবরন শহরে	১৯
মূসা আলাইহিস সালাম -এর জীবনে জেরুযালেম	১৯
জেরুযালেম যুদ্ধের অস্বীকৃতি ও আল্লাহর আযাব	২২
জেরুযালেম বিজয় করতে না পারায় মূসা আলাইহিস সালাম -এর আক্ষেপ	২৩
জেরুযালেম বিজয়ের জন্য মহান আল্লাহ সূর্যকে থামিয়ে দিলেন	২৪
জেরুযালেম বিজয় ও বানূ ইসরাঈলের নিমকহারামি	২৫
দাঊদ আলাইহিস সালাম -এর জীবনে জেরুযালেম	২৬
সুলায়মান আলাইহিস সালাম -এর জীবনে জেরুযালেম	৩০
জেরুযালেমের প্রথম ধ্বংস	৩৩
মারইয়াম, ঈসা, ইয়াহইয়া ও যাকারিয়া আলাইহিমুস সালাম -এর জীবনে জেরুযালেম	৩৩
আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর সাথে জেরুযালেমের সম্পর্ক	৩৮
বায়তুল মাক্বদিস খ্রিষ্টানদের হাতে আসায় খুশি হলেন মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম	৩৮
আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপট	৩৮
বায়তুল মাক্বদিসে স্বয়ং আল্লাহর নবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম	৪০
প্রথম ক্বেবলা বায়তুল মাক্বদিস	৪২

জেরুযালেমে উচ্চারিত হলো মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর নাম	৪৪
জিজ্ঞাসাবাদের পর হিরাক্লিয়াসের মন্তব্য	৪৭
জেরুযালেমের জন্য আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর যুদ্ধ	৫০
জেরুযালেম বিজয়ে সংঘটিত অন্যান্য যুদ্ধ	৫৪
বায়তুল মাক্বদিস বিজয়ের সর্বশেষ এবং সবচেয়ে বড় যুদ্ধ	৫৭
জেরুযালেম বিজয়ে উমার রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু	৬০
অন্যান্য খলীফার শাসনামলে বায়তুল মাক্বদিস	৬৫
বায়তুল মাক্বদিসের পতন	৬৭
বায়তুল মাক্বদিস উদ্ধারের ব্যর্থ চেষ্টা	৭১
বায়তুল মাক্বদিস উদ্ধারের পটভূমি	৭১
ছালাহুদ্দীন আইয়ূবী রাহিমাহুল্লাহ ও বায়তুল মাক্বদিস	৭৪
মামলূক সালতানাত ও মঙ্গোলীয়রা	৭৬
আজও যেভাবে বায়তুল মাক্বদিস উদ্ধার সম্ভব	৭৯
উছমানীয়দের অধীনে মসজিদে আক্বছা	৮০
ফিলিস্তীনের বুকে ইসরাঈল সৃষ্টির ভয়ংকর ইতিহাস	৮১
বিভক্ত ফিলিস্তীনীদের ভাগ্য বিড়ম্বনা	৮৪
৭০ বছরের রক্তস্নাত পথ	৮৭
শান্তির ললিতবাণী প্রচারকরা কোথায়?	৯১
মুসলিম বিশ্বের নীরবতা	৯২
সমাধান কোন পথে?	৯৪
➢ শান্তিপূর্ণ সমাধান	৯৪
➢ রক্তক্ষয়ী সমাধান	৯৪
ইসরাঈলের ধ্বংস সুনিশ্চিত	৯৫

আফগানিস্তান, তালেবান ও খোরাসান: বর্তমান প্রেক্ষাপট || ৯৭-১০৮

আফগানিস্তানের ইতিহাস	৯৭
তালেবানের উত্থান	১০৩
তালেবানের প্ল্যান কী?	১০৭

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ: একটি পর্যালোচনা || ১০৯-১২৪

মুসলিম বিশ্বের সাথে সম্পৃক্ততা	১০৯
রাশিয়ার ইতিহাস	১১০
পুতিনের ব্রেইনে দুগিন এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের আদর্শিক ও ধর্মীয় কারণ	১১১
ক্যাথলিক ও অর্থোডক্স-এর মধ্যে পার্থক্য কী?	১১৪
রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের অন্যান্য কারণ	১১৬
রাশিয়ার গ্যাস পাইপলাইনের বলি যখন সিরিয়া	১১৯
যুদ্ধের ফলাফল কী হতে পারে?	১২০
ককেশাস অঞ্চল: মুসলিমদের উপর যুলুমের দাস্তান	১২১
ককেশাস স্বাধীনতার শুরু	১২১
প্রথম চেচেন যুদ্ধ	১২২
দ্বিতীয় চেচেন যুদ্ধ ও ভ্লাদিমির পুতিন	১২৩

অস্থির পাকিস্তান: কালো মেঘের ঘনঘটা || **১২৫-১৪৪**

অতীত ও বর্তমানের আলোকে পাকিস্তান	১২৬
পাকিস্তান ধ্বংসের মহাপরিকল্পনা	১২৭
রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা	১২৭
অর্থনৈতিক বিপর্যয়	১২৮
অভ্যন্তরীণ সমস্যা	১২৯
জঙ্গি সংকটের অথৈ সাগরে পাকিস্তান	১৩১
সন্ত্রাসবিরোধী লড়াই ও প্রকৃত রহস্য	১৩৪
পাকিস্তানে তালেবানের উত্থান ও অসন্তোষের কারণ	১৩৭
সমাধান কোন পথে	১৪০

ইমরান খানের বিদায়! কী হতে পারে পাকিস্তানে? || **১৪৫-১৫৪**

পাকিস্তানের জন্মগত জটিলতা	১৪৬
পাকিস্তানের প্রদেশগুলোর পরিচয়	১৪৭
সিস্টেমগত জটিলতার প্রথম শিকার ১৯৭১	১৪৯
নির্বাচনী সিস্টেমগত জটিলতা	১৫০
আযাদ কাশ্মীরের জটিলতা	১৫১
ফাটা বা পাহাড়ী অঞ্চলের জটিলতা	১৫২
সেনাবাহিনী ও আদালতের জটিলতা	১৫৩
সমাধান	১৫৪

গৃহযুদ্ধের দাবানলে জ্বলছে সিরিয়া: মুক্তির পথ কোথায়? || ১৫৫-১৮২

কুরআন ও হাদীছে সিরিয়ার মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব	১৫৬
অতীত ও বর্তমানের আলোকে সিরিয়া	১৫৭
বাশার আল-আসাদ ও তার সম্প্রদায়ের আসল চেহারা	১৬১
নুছাইরিয়াদের উত্থান	১৬২
নুছাইরিয়াদের বিভ্রান্তিকর আক্বীদা	১৬৩
বাশার আল-আসাদ পরিবারের ইসলামবিদ্বেষী কর্মকাণ্ড	১৬৫
হিযবুল্লাহর মুখোশ উন্মোচন	১৬৭
আল-কুদস রক্ষার বুলি ইরানের এক নিকৃষ্ট তাকিয়া নীতি	১৭২
সিরিয়া যুদ্ধের ব্যাপারে সমকালীন উলামাদের ফাতাওয়া	১৭৬
বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ	১৭৭

ভারতের মুসলমানদের করুণ অবস্থা: কারণ বিশ্লেষণ ও করণীয় || ১৮৩-২০০

ভারত পরিচিতি	১৮৪
মুযাফফরনগর দাঙ্গা	১৮৭
ইসলামী দলগুলোর কার্যক্রম	১৯১
ভারতের মুসলমানদের এই অবস্থার কারণ	১৯৩
সমাধান	১৯৮

মিসর ও তিউনিশিয়ায় আরব বসন্ত: কী ঘটছে মধ্যপ্রাচ্যে? || ২০১-২১৪

মিসরের অতীত ইতিহাস	২০৩
কায়রোতে এক পক্ষকালের বিভীষিকা	২০৪

কেন এই গণবিদ্রোহ	২০৬
মধ্যপ্রাচ্যে মুসলিম ব্রাদারহুড, আতঙ্কে ইসরাঈল	২০৭
মিসরের ভবিষ্যৎ	২০৯
আমেরিকার চেহারা আরেকবার উন্মোচন	২১২
ফিরে দেখা ও ইতিহাসের শিক্ষা	২১৩

বাংলার মাটিতে নাস্তিকতার উত্থান: রক্তাক্ত শাপলা চত্বর || ২১৫-২৪০

নাস্তিকদের উত্থান	২১৬
নাস্তিকদের ধৃষ্টতা	২২০
হেফাযতে ইসলাম	২২২
৫/৫ আলেম-উলামার রক্তে লাল হলো বাংলার মাটি	২২৮
দেশীয় মিডিয়ার লুকোচুরি	২৩২
মিডিয়ার মিথ্যাচার	২৩৪
হেফাযত নেতাদের ভূমিকা	২৩৬
বিরোধী দলের ভূমিকা	২৩৭
অজানা আশঙ্কা	২৩৮
উদাত্ত আহ্বান	২৩৯

পিলখানা ট্র্যাজেডি: কিছু প্রশ্ন || ২৪১-২৪৭

পিলখানা ট্র্যাজেডি: কিছু প্রশ্ন	২৪১

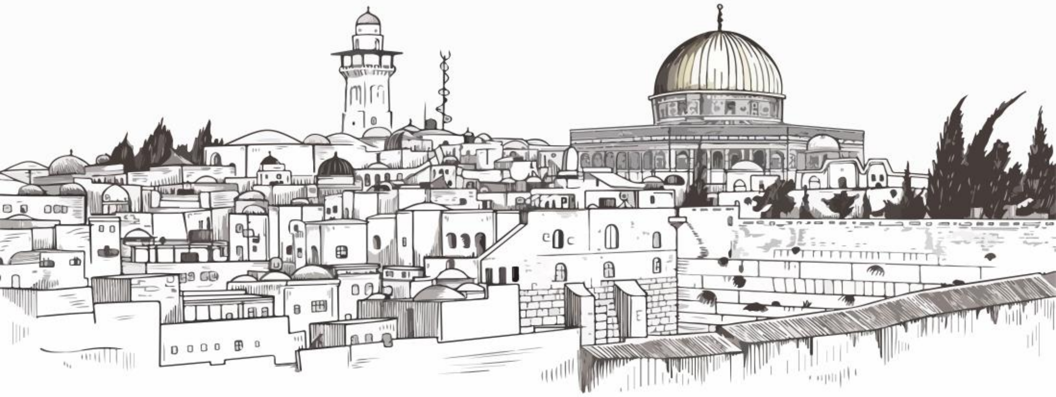

জেরুযালেম ও বায়তুল মুক্বাদ্দাস: ইতিহাস থেকে আমাদের শিক্ষা*

গত অর্ধ-শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে ফিলিস্তীনের মাযলূম মুসলিমদের উপর ইসরাঈলের জায়োনিস্ট ইয়াহূদীবাদী কর্তৃক নির্যাতন, যুলম-অত্যাচারের যে স্টীম রোলার চলে আসছে তা কমা তো দূরের কথা; দিন দিন বেড়েই চলেছে। কিছুদিন পূর্বে বায়তুল মাক্বদিস-কেন্দ্রিক কিছু ষড়যন্ত্রমূলক পদক্ষেপের প্রতিবাদে গাযার সাহসী মুসলিমগণ ইসরাঈলে যে পাল্টা হামলা করেন তারই প্রেক্ষিতে গাযার উপর ইসরাঈলী সন্ত্রাসীদের ভয়ংকর, স্মরণকালের ভয়াবহ হামলার যে দৃশ্য পৃথিবীবাসী দেখে এসেছে তা হাজার মাইল দূরে থেকেও আমাদের হৃদয়কে দুমড়ে-মুচড়ে দিয়েছে। জেরুযালেম ও বায়তুল মাক্বদিস ইতোপূর্বেও মুসলিমদের হাতছাড়া হয়েছিল। সুদীর্ঘ শত বছর পর মুসলিমগণ পুনরায় সেটি উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। ইতিহাস ঘাটলে দেখা যাবে মুসলিমদের জেরুযালেম বিজয়ের ইতিহাস শুধু ক্রুসেড-কেন্দ্রিক ছালাহুদ্দীন আইয়ূবীর ইতিহাস নয়; বরং হাজার হাজার বছর ধরে বিভিন্ন নবীর জীবনে জেরুযালেম ব্যাপক প্রভাব রেখেছে। আমরা বক্ষ্যমাণ আলোচনায় ইতিহাসের পাতা থেকে জেরুযালেম ও বায়তুল মাক্বদিসের শিক্ষণীয় চুম্বকাংশগুলো তুলে ধরার চেষ্টা করব, ইনশা-আল্লাহ।

---

* প্রকাশিত: মাসিক আল-ইতিছাম, নভেম্বর'২৩-আগস্ট'২৪ (১০ পর্ব)

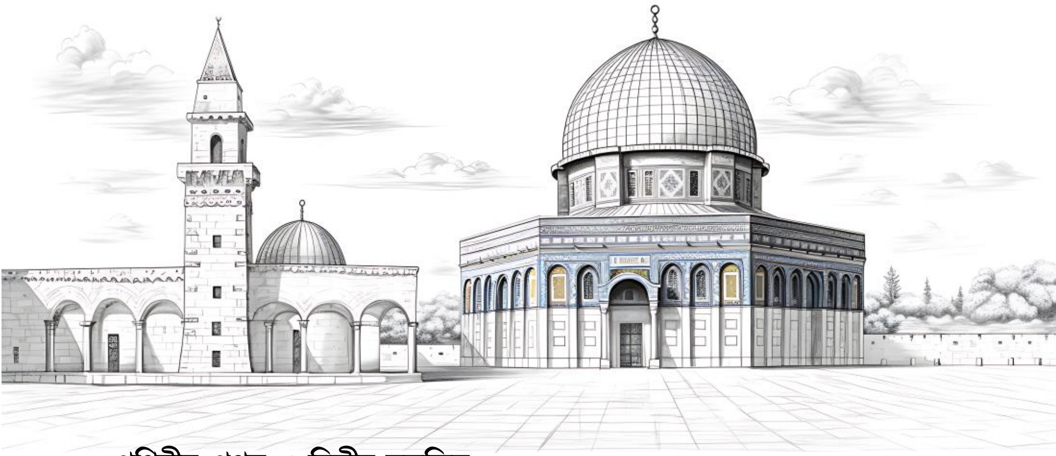

পৃথিবীর প্রথম ও দ্বিতীয় মসজিদ:

প্রথমত, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন,

﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ﴾

'নিশ্চয়ই মানুষের জন্য নির্মিত প্রথম ঘর হলো সেটা, যা রয়েছে মক্কা নগরীতে। তা বরকতময় এবং বিশ্ববাসীর জন্য হেদায়াত' *(আলে ইমরান, ৩/৯৬)*।

আবূ যার গিফারী রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করলাম, পৃথিবীতে সর্বপ্রথম কোন মসজিদটি নির্মিত হয়েছে? তিনি ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আল-মাসজিদুল হারাম তথা কা'বাঘর'। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কোনটি? তিনি ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আল-মাসজিদুল আক্বছা তথা বায়তুল মাক্বদিস'। আমি জিজ্ঞেস করলাম, দুয়ের মধ্যে পার্থক্য কত দিনের? রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, '৪০ বছরের'।[১]

মুহাদ্দিছ ও মুফাসসিরগণ এই হাদীছের ব্যাখায় বলেছেন, হতে পারে আদম আলাইহিস সালাম-ই সর্বপ্রথম কা'বা তৈরি করেছেন এবং তিনিই বায়তুল মাক্বদিস তৈরি করেছেন ৪০ বছর পর। আবার কারো মতে, ইবরাহীম আলাইহিস সালাম সর্বপ্রথম কা'বা তৈরি করেছেন এবং তার ৪০ বছর পর তার ছেলে ইসহাক্ব বা ইসহাক্বের ছেলে ইয়াকূব আলাইহিস সালাম বায়তুল মাক্বদিস তৈরি করেছেন। প্রথম

---

১. ছহীহ বুখারী, হা/৩৪২৫।

আফগানিস্তান, তালেবান ও খোরাসান: বর্তমান প্রেক্ষাপট*

পাঠক হয়তো যতক্ষণ এই লেখাটি পড়বেন, ততক্ষণে কাবুলসহ পুরো আফগানিস্তান তালেবানের নিয়ন্ত্রণে চলে যেতে পারে। আবার এটাও হতে পারে যে, আফগানিস্তানে ক্ষমতা দখল নিয়ে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে *(আল্লাহ তাদেরকে নিরাপদে রাখুন!)*। অবস্থা যেটাই হোক সমগ্র দুনিয়াতে এখন একটাই টক অব দ্যা ওয়ার্ল্ড আর তা হচ্ছে তালেবানের প্রত্যাবর্তন। আজকের বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে আমরা উপরিউক্ত বিষয়ে কিছু আলোচনা পেশ করব, ইনশা-আল্লাহ।

আফগানিস্তানের ইতিহাস:

আদিকাল থেকেই আফগানিস্তান পাহাড়-পর্বতে ঘেরা মরু এলাকা। হিন্দুকুশ পর্বতমালা, খায়বার পাস, আমুদরিয়া এগুলো আফগানিস্তানের বৈচিত্র্যময় পরিবেশের একেকটা বড় নিয়ামক। ইতিহাসের বহু ঘটনা এই আফগানিস্তানের সাথে জড়িত। যুদ্ধ-বিগ্রহের দিক থেকে দেখলে বড় বড় মুজাহিদ শাসক এই যমীন আবাদ করেছেন। যেমন ১৭ বার ভারত আক্রমণ করা সুলতান মাহমূদ গজনভী। গজনী শহরকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল সুলতান মাহমূদের গজনভী সাম্রাজ্য। গজনী নামে শহরটি এখনো আফগানিস্তানে আছে। গুজরাটের রাজপুত ও পাঞ্জাবের মারাঠাদেরকে বিখ্যাত পানিপথের যুদ্ধে

---

* প্রকাশিত: মাসিক আল-ইতিছাম, আগস্ট ২০২১

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ: একটি পর্যালোচনা*

যারা মোটামুটি বর্তমান বিশ্বের খবরাখবর রাখেন তারা সকলেই জানেন যে, বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে আলোচিত ইস্যু ইউক্রেন-রাশিয়ার যুদ্ধ। করোনা ভাইরাসের পর বর্তমান মিডিয়ায় সবচেয়ে আলোচিত ইস্যু এই যুদ্ধ। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে ইউক্রেন ও রাশিয়ার বিষয়ে বিশ্লেষণমূলক আলোচনা পেশ করা হলো।

মুসলিম বিশ্বের সাথে সম্পৃক্ততা:

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ কোনো না কোনোভাবে মুসলিম বিশ্বের সাথে সম্পৃক্ত এবং মুসলিমদের ইতিহাসের সাথেও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তার অন্যতম কারণ হচ্ছে—

(১) পৃথিবীর রাজনীতি অনেকটা তেল নির্ভর। তেল উৎপাদনকারী হিসেবে যেমন আমেরিকা ও রাশিয়া শীর্ষে আছে, ঠিক তেমনি মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলোও শীর্ষে রয়েছে। একারণেই আমরা এই ইস্যুতে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর সঊদী আরবে সফর আর জো বাইডেনের বারংবার সঊদী আরব ও আরব আমিরাতের যুবরাজদের কাছে ফোনকল দেখতে পেয়েছি।

---

* প্রকাশিত: মাসিক আল-ইতিছাম, মে-জুলাই ২২ (৩ পর্ব)

অস্থির পাকিস্তান: কালো মেঘের ঘনঘটা*

প্রসঙ্গ কথা:

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সমগ্র দুনিয়ায় স্বাধীনতার উত্তাল তরঙ্গ উপচে পড়ে। এই তরঙ্গে ভেসে যায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা। ব্রিটিশদের পতনের পর বিশ্বের দুই পরাশক্তির মাঝে শুরু হয় স্নায়ুযুদ্ধ। শেষ পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের সাম্রাজ্যবাদী আশা আফগানিস্তানের পাহাড়ে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়লে সমগ্র বিশ্বের একক পরাশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয় আমেরিকা। সমগ্র বিশ্বকে করতলগত করার জন্য তারা প্রণয়ন করে এক সর্বগ্রাসী নতুন ধারার সম্রাজ্যবাদী নীতি। আমেরিকা কেন্দ্রিক এক নয়া বিশ্বব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য বিশ্বায়নের নামে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসন চালিয়ে সারাবিশ্বকে একক কেন্দ্রের অধীনে এনে শাসন করার পরিকল্পনা তারা হাতে নেয়। তাদের এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে তারা আদর্শিক শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করে ইসলাম তথা মুসলিম বিশ্বকে। এরই অংশ হিসেবে তারা বর্তমান বিশ্বে 'সন্ত্রাসবিরোধী শান্তিরক্ষী যোদ্ধা'র তকমা লাগিয়ে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মুসলিম বিশ্বসহ সমগ্র পৃথিবীকে নিজেদের অজ্ঞাবহ দাস বানানোর পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে চলেছে। তাদের ষড়যন্ত্রের ভয়াল থাবা আজ আফগান ও ইরাককে কুরে কুরে খাচ্ছে। তাদের এই থাবার পরবর্তী

---

* প্রকাশিত: দ্বি-মাসিক তাওহীদের ডাক, জানিয়ারি-ফেব্রুয়ারি ২০১০

ইমরান খানের বিদায়! কী হতে পারে পাকিস্তানে?*

পাকিস্তানের জনপ্রিয় সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানকে জোরপূর্বক দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া এবং পরবর্তীতে নওয়াজ শরীফের ভাই শাহবাজ শরীফের প্রধানমন্ত্রী হওয়া সমগ্র পৃথিবীব্যাপী একটি আলোচিত-সমালোচিত ঘটনা।

আর বাংলাদেশের ইতিহাসের সাথে পাকিস্তানের ইতিহাস সংযুক্ত এবং যেহেতু আমরা ভৌগোলিকভাবে দক্ষিণ এশিয়াতে বসবাস করি, সেহেতু দক্ষিণ এশিয়াতে যা ঘটে তার প্রভাব আমাদের দেশেও আছড়ে পড়ে। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা ইমরান খানের এই আকস্মিক পতনের উপরে বিশ্লেষণমূলক আলোচনা পেশ করার চেষ্টা করব, ইনশা-আল্লাহ।

প্রথমত, আমরা আলোচনা করব ইমরান খানের চলে যাওয়া যতটা বিরোধীদের বিরোধিতার কারণে তার চেয়ে বেশি পাকিস্তানের জটিল সিস্টেমের কারণে। পাকিস্তানের এই জটিল সিস্টেমে শুধু ইমরান খান নয়, বরং যে কেউ আসুক না কেন তাকে হয় ব্ল্যাকমেইলের মাধ্যমে পদত্যাগে বাধ্য অথবা হত্যা কিংবা সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতাচ্যুতি হয়ে থাকে। পাকিস্তানের প্রায় আশি বছরের ইতিহাস এই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে আছে।

---

* প্রবন্ধটি আল-ইতিছাম টিভির ইউটিউব চ্যানেলে ১৫ এপ্রিল ২০২২ তারিখে প্রকাশিত একটি ভিডিও বক্তব্যের লিখিতরুপ।

গৃহযুদ্ধের দাবানলে জ্বলছে সিরিয়া: মুক্তির পথ কোথায়?*

আজ থেকে প্রায় ২ বছর আগে সিরিয়াতে আরব বসন্তের ঢেউ লাগে। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত আসাদ পরিবারের শাসনের বিরুদ্ধে সিরিয়ার মানুষ ফুঁসে উঠে। কিন্তু সে বসন্তের ঢেউ এখনো আলোর মুখ দেখেনি, বরং বিরাজ করছে গ্রীষ্মের অস্থিরতা। মিসর ও তিউনিসিয়ার মতো এখানে বিনা রক্তপাতে ফল নির্ধারণের মতো কিছুই ঘটেনি। লিবিয়ার মতো এখানকার বিদ্রোহ সশস্ত্র যুদ্ধে রূপান্তরিত হলেও সফলতা এখনো অধরা। বরং দিন দিন পরিস্থিতির অবনতি ঘটছে। একদিকে বাশার আল-আসাদের অনমনীয়তা ও তার প্রতি রাশিয়াসহ কট্টর শীআপন্থী হিযবুল্লাহ এবং তার পৃষ্ঠপোষক ইরানের সমর্থন; অন্যদিকে বিদ্রোহীদের প্রতি সঊদী, কুয়েত এবং তুরস্কের সমর্থন এই যুদ্ধকে এক অনিশ্চিত গন্তব্যের দিকে ঠেলে দিয়েছে। হিযবুল্লাহর প্রত্যক্ষ যোগদান এই যুদ্ধকে শীআ-সুন্নী যুদ্ধে পরিণত করে দিয়েছে। ফলত, আজ মধ্যপ্রাচ্যের সর্বত্র শীআ-সুন্নী উত্তেজনা বিরাজ করছে। মধ্যপ্রাচ্য পরিণত হয়েছে এক জ্বলন্ত অগ্নিগর্ভে। হাজার হাজার আবাল বৃদ্ধ বণিতার ছোপ ছোপ রক্তে সিরিয়ার মাটি আজ রঞ্জিত। লাখ লাখ মানুষ গৃহহারা হয়ে শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিয়েছে। সরব বিশ্ব

---

* প্রকাশিত: দ্বি-মাসিক তাওহীদের ডাক, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০১৩

ভারতের মুসলমানদের করুণ অবস্থা: কারণ বিশ্লেষণ ও করণীয়*

উপস্থাপনা:

মুসলমান কর্তৃক দীর্ঘদিন স্পেন শাসিত হওয়ার পর সেখানে মুসলিম শাসনের পতন ঘটে। সাথে সাথে মুসলিম জাতিসত্তার অস্তিত্বও বিলীন হয়ে যায়। কিন্তু ভারতে দীর্ঘদিনের মুসলিম শাসনের পতন ঘটলেও এ দেশ থেকে মুসলিম চিরতরে নিঃশেষ হয়ে যায়নি। অথচ স্পেনের চাইতে ভারত থেকে মুসলিম জাতির চিরতরে হারিয়ে যাওয়ার উপযুক্ত পরিবেশ ছিল। স্পেন ভেঙ্গে নতুন কোনো দেশ তৈরি না হলেও ভারত ভেঙ্গে শুধু মুসলমানদের জন্য একটি দেশ তৈরি হয়, যা পাকিস্তান নামে পরিচিত। তারপর আজও ভারতের বিশ কোটি মুসলিম পাকিস্তানী, বাংলাদেশী ইত্যাদি অভিযোগ; হিন্দু কট্টরপন্থীদের হামলা; গুজরাট, আসাম ও মুযাফফরনগর সহ হাজারও দাঙ্গা ও ফাসাদের সাথে লড়াই করে টিকে আছে। এজন্য এই দেশীয় মুসলমানদের সাহসিকতা ও আত্মবিশ্বাসকে ধন্যবাদ দিতে হয়। তাদের ভাষায়, *‘হাম ভাগ কার পাকিস্তান নাহি গায়ে, এ মূলক হামারা থা হামারা হ্যাঁয় হামারা রাহেগা’* অর্থাৎ ‘আমরা পালিয়ে পাকিস্তান যায়নি; এদেশ আমাদের ছিল, আছে, থাকবে’। আজকের প্রবন্ধে শত বছরের

---

* প্রকাশিত: দ্বি-মাসিক তাওহীদের ডাক, জানিয়ারি-ফেব্রুয়ারি ২০১৪

মিসর ও তিউনিশিয়ায় আরব বসন্ত: কী ঘটছে মধ্যপ্রাচ্যে?*

উপস্থাপনা:

মানুষের ভিতর নিজেকে জাহির করার একটা প্রবণতা সর্বদা কাজ করে। সে সবসময় চায় আরেকজনের উপর স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করতে। এখান থেকেই সৃষ্টি হয় নেতৃত্বের লোভ ও ক্ষমতার নেশা। যারা প্রকৃত মুমিন হন, তারা এই লোভ ও ক্ষমতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকেন। আল্লাহ চাইলে তারা ক্ষমতা ও নেতৃত্ব লাভ করেন।

অন্যদিকে আরেকদল মানুষ রয়েছে যারা ক্ষমতা ও নেতৃত্বের জন্য লালায়িত। এদের জন্যই পৃথিবীতে সৃষ্টি হয় ক্ষমতার দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বে সবাই সফল হয় না। অনেকেই ব্যর্থ হয়। এই সফলতা ও ব্যর্থতা পরিবেশ ও পরিস্থিতির ভিন্নতার কারণে ভিন্ন ভিন্ন জিনিসের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়। যেমন- জনসমর্থন, সমরশক্তি, বৈদেশিক রাষ্ট্রের সমর্থন, উত্তরাধিকার সূত্র ইত্যাদি। তবে এই সবগুলোর চাবিকাঠি সকলের অলক্ষ্যে আল্লাহর হাতে রয়েছে। এদের কেউ ক্ষমতা পেয়ে জনগণের কল্যাণ করতে চেষ্টা করে, আবার কেউ স্বীয় স্বার্থ হাছিল করার জন্য ক্ষমতার অপব্যবহার করে। আপন স্বার্থ অক্ষুণ্ন রাখার অভিপ্রায়ে দেশ ও জাতির সার্বভৌমত্ব বিদেশি বেনিয়াদের কাছে বিকিয়ে দিতেও এরা বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না।

---

* প্রকাশিত: দ্বি-মাসিক তাওহীদের ডাক, জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ২০১১

বাংলার মাটিতে নাস্তিকতার উত্থান: রক্তাক্ত শাপলা চত্বর*

আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশের স্বাধীনতা এমনিতেই আসেনি। বরং হাজারও মানুষের খুনরাঙ্গা পথ বেয়ে, শত মা ও বোনের অশ্রুসিক্ত পথ মাড়িয়ে এসেছে এই স্বাধীনতা। ইতিহাস যার সাক্ষী। কিন্তু কথায় আছে, স্বাধীনতা অর্জন করার চেয়ে তাকে রক্ষা করা বেশি কঠিন। আজ মনে হয় আমরা বাংলাদেশী মুসলমানরা আমাদের স্বাধীনতা রক্ষার এই কঠিন যুদ্ধে হেরে যাচ্ছি। দেশের আকাশে আজ আনাগোনা করছে পরাধীনতার কালো মেঘ, যা দেশের দেশপ্রেমিক জনগণের কাছে অজানা নয়। ২০০৯ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি পিলখানায় দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় বদ্ধপরিকর এদেশের সেনাবাহিনীর উপর চালানো গণহত্যার পরই বিষয়টি চিন্তাশীল মহলের নযরে পড়ে এবং গত ৫ মে দিবাগত রাত ২.৩০-এর দিকে দেশের স্বাধীনতা রক্ষার প্রাণভোমরা ইসলামপ্রিয় জনতার উপর চালানো নৃশংস গণহত্যা এই সন্দেহকে আরো ঘণীভূত করেছে। দেশ ও জাতির এই ক্রান্তিলগ্নে এসে বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে এ বিষয়ে বিশ্লেষণমূলক আলোচনা করার প্রয়াস পাব, ইনশা-আল্লাহ।

---

* প্রকাশিত:দ্বি-মাসিক তাওহদের ডাক মে-জুন ২০১৩

পিলখানা ট্র্যাজেডি: কিছু প্রশ্ন*

গত ২৫ ফেব্রুয়ারি ঢাকার বিডিআর সদর দপ্তরে ঘটে গেল এক বর্বরোচিত ঘটনা। বাংলাদেশের সীমান্তের অতন্দ্র প্রহরী বিডিআর এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষার্থে বদ্ধপরিকর এদেশের সেনাবাহিনীর মধ্যে ঘটল এ পৈশাচিক ঘটনা। পিলখানায় সংঘটিত এই অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা দেশবাসীকে করেছে স্তম্ভিত, শঙ্কিত ও চিন্তিত। শোকের ছায়া নেমে এসেছে দেশের সর্বত্র। এই ঘটনায় জাতি তাদের চৌকস ও দুঃসাহসী ৭০ জন সেনা অফিসারকে হারিয়েছে। একই সাথে সেনা কর্মকর্তাদের ইস্পাত কঠিন সমঝোতা ও সমন্বয় ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে এবং বহু ত্যাগ তিতিক্ষার বিনিময়ে গড়ে উঠা বিডিআর বাহিনীর চেইন অব কমান্ড ধুলিস্যাৎ হয়ে গেছে। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় আমরা দীর্ঘ ৯ মাসে মাত্র ৫৬ জন সেনা আফিসারকে হারিয়েছি তাও আবার বিভিন্ন স্থানে এবং যুদ্ধের কারণে। কিন্তু গত ২৫ ফেব্রুয়ারি পিলখানায় মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যে বিনা যুদ্ধে আমরা হারিয়েছি এমন অর্ধশতাধিক সেনা অফিসারকে, যারা দেশ ও জাতির স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের জন্য হুমকিস্বরূপ যেকোনো চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সক্ষম ছিল। তবে জাতির এই রত্ন সন্তানদের কী কারণে জীবন দিতে হলো? এই মহা ট্র্যাজেডি কি শুধুই নিছক বিদ্রোহের কারণে

---

* প্রকাশিত: মাসিক আত-তাহরীক, মার্চ-২০০৯ সংখ্যা।